উত্তর আমেরিকার
নির্বাচিত বাংলা কবিতা

সম্পাদনা

রওশন হাসান

উত্তর আমেরিকার নির্বাচিত বাংলা কবিতা
সম্পাদনা : রওশন হাসান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ৩০০ টাকা

Uttar Americar Nirbachita Bangla Kobita edited by Roushan Hasan Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-E-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: June 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 300 Taka RS: 300 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97730-0-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

কবি শহীদ কাদরীকে

সম্পাদকের কথা

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই এক একটি কবিতা, অবিচ্ছেদ্য কাব্যকথনের নিরন্তর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। কবিতাকে অস্বীকার করার অর্থ অসম্পূর্ণ জীবন। কবিতা আত্মমুক্তির কোরাস শোনায়। সমাজ, ইতিহাস, সময়, পরিপার্শ্বকে অতি নিবিড় বোধে সম্পৃক্ত করে কবিতা।

আনন্দ-শোক, প্রেম-বিরহ, নিসর্গ, দ্রোহ, সংশয়, নৈরাশ্যে আত্ম-উন্মোচনের অভিব্যক্তি হলো কবিতা। কবি ও কবিতা সম্পর্কে প্রখ্যাত কবি ডব্লিউ. এইচ. অডেন বলেন :

> A poet is, before anything else, a person who is passionately in love with language.

উত্তর আমেরিকায় বহু বাঙালি কবির বাস। স্বদেশ বিচ্ছিন্নতায় প্রবাসে বসবাসরত বাংলাভাষী কবিরা বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকার মানসিকতা থেকেই বাংলা সাহিত্যচর্চায় নিবেদিত। নতুন দেশ, জীবন, এক অচেনা সংস্কৃতিতে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা, স্বপ্নপূরণ ও স্বপ্নভঙ্গের আনন্দ ও যন্ত্রণা তাঁদের লেখায় স্থান করে নিয়েছে। ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশে বাঙালি হিসেবে নিজেদের আত্মপরিচয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাতও বহু কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। একটি ভালো কবিতা পাঠকের মননশীল মানস তৈরি করতে পারে—এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই সংকলনটি প্রকাশে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি। কবি জন কীটস যেমন বলেছেন, 'সত্যই সুন্দর এবং সুন্দরই সত্য'। এই নান্দনিকতার প্রভাব সকল শ্রেণির মানুষের হৃদয়ে সর্বজনীন এবং সর্বকালীন। আধুনিক সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রেও দিকনির্দেশনায় কবিতা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

উত্তর আমেরিকায় বহু বাংলা পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এ প্রকাশনাগুলো বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও বাঙালি স্বত্বাধিকারী বিভিন্ন মিডিয়া প্রোগ্রামে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হচ্ছে। উপরন্তু, প্রতিবছর নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা উত্তর আমেরিকার সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বিশদ ভূমিকা রাখছে। বাংলা সাহিত্য বিকাশে কবিতার এ সংকলনটিও বাংলাদেশসহ বহির্বিশ্বে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

কবিতার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যসম্ভারে সবুজ পাতা থেকে শুরু করে মানবপ্রেম, ঈশ্বরপ্রেম, অন্তিমযাত্রা উপজীব্য হতে পারে। কবিতা পাঠ করে আমরা আনন্দিত হই, অনুপ্রাণিত হই ও পরিশুদ্ধ হই। কবিতাপ্রেমীরা মনোরঞ্জনের বিষয়টি ছাড়াও সুগভীর চেতনা, দর্শন এবং জীবনতত্ত্বের বিষয়টিরও অন্বেষণ করেন। যুগে যুগে ইয়েটস, ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, নেরুদা, লারকিন, আখমাতোভা, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ কবিতায় আত্মসন্ধানীবোধে পাঠককে সম্পৃক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন।

সংকলনের কবিতাগুলোতে কবিদের সংবেদ, প্রজ্ঞাবোধে প্রতিফলন ঘটেছে জগৎ, জীবন, সুন্দর, দেশপ্রেম, স্মৃতি-বিস্মৃতি, স্বপ্ন ও বাস্তবতা, বিষাদ, দুঃখবোধ, কল্পনার বাঙ্ময়তা, নৈরাশ্য ও ভালোবাসা-বিরহের ভাবানুষঙ্গ। উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত ৫৪ জন কবির বাছাইকৃত কবিতা সংবলিত এই সংকলনের কবিতাগুলো পাঠকের অন্তরে ব্যাপক সাড়া জাগাবে বলে প্রত্যাশা রাখছি। কানাডায় বসবাসরত সদ্যপ্রয়াত কবি ইকবাল হাসানসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ কবির কবিতা সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে।

উত্তর আমেরিকার নির্বাচিত বাংলা কবিতা সংকলনটি নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা ২০২৩-তে প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশের জনপ্রিয় প্রকাশনা সংস্থা কবি প্রকাশনী থেকে। প্রচ্ছদ করেছেন সব্যসাচী হাজরা। সংকলন প্রকাশে প্রকাশক সজল আহমেদের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। নেপথ্যে যারা আমাকে সহযোগিতা ও সুপরামর্শ দিয়েছেন তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। সকল সুহৃদজন সংকলনটির অন্তরাত্মা হয়ে রইবেন।

রওশন হাসান
উত্তর আমেরিকা।

ভূমিকথা

কবিতার নগ্ন মায়া হোক

বদরুজ্জামান আলমগীর

বন্দনার বদলে, ভূমিকার বিকল্পে দেখি একজন গল্পকার কীভাবে এক কবিচরিত অংকন করে তোলেন—

> কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে। পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ। কেউ বা ভাজছে গরম তেলে।
>
> খোস দাদ হাজা চুলকুনিতে লাগাবে। চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে। এমনি কাঁচাই...কিংবা ভেজে বেগুন-সহযোগে। যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার। কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক...। দাঁত ভালো থাকে। কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন।
>
> বলেন—নিমের হওয়া ভালো, থাক, কেটো না। কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না। আবর্জনা জমে এসে চারদিকে।
>
> শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ—সে আর এক আবর্জনা।
>
> হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এলো।
>
> মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু। বলে উঠল, বাহ, কী সুন্দর পাতাগুলো...কী রূপ! থোকা থোকা ফুলেরই বা কী বাহার...একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাহ। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।
>
> কবিরাজ নয়, কবি।
>
> নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভেতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।
>
> ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।
>
> [গল্প—নিমগাছ : বনফুল।]

উপরের গল্পে নিমগাছের ভিতর দেখি এক ব্যাকুল লক্ষ্মী বউয়ের জীবনবিধি, একইসঙ্গে পাই এক কবির অটল মর্ম।

বনফুলের 'নিমগাছ' গল্পে যে কবি—তার ভিড়ের মধ্যে একা স্বভাবের নীরব ঝনৎকারটুকু পাওয়া যায়, আর নির্লোভ সন্তের খানিক ওম যেন আমাদের প্রাণে এসে বসে, গল্পের কবি নির্বিকার ও জমাটবাঁধা, আর হাওয়াসদৃশ আরামদায়ক। এই কবির প্রতিকৃতি দেখে আমাদের আলগোছে তাও দর্শনের কথাটি মনে পড়ে :

তুমি এমনই কোমল, কেননা তুমি আসলে কঠিন।

একজন কবি কেমন করে ঘনীভূত হন, কীভাবে খোলেন তিনি—আমেরিকান পোয়েট লোরিয়েট, আদিবাসী কবি জয় হারজোর জবানিতে দেখি—আমি যখন কোনো কবিতার স্পন্দন শুনতে থাকি, আমি আদতে শুনি কীভাবে একটি পাথর কথা বলে, তারপরই শুনি মেঘের অন্তরের গোপন যে কথাটি জমা হয়েছিল, এভাবেই আর সবার কথাটি আমার মরমে পশে, আর আত্মার কল্লোল প্রাণে তোলার মার্গ শিখে যাই—এ আত্মা আমার একার থাকে না, হয়ে ওঠে সকলের মূর্ছনা।

আমরা জানি, দুনিয়া এখন এক জগৎপ্লাবী অন্তর্গত গ্রামের নাম, দিনকে দিন সবাই এক মৌজার বাসিন্দা হয়ে উঠছেন; এই সময় বিশ্ব পঞ্চায়েতায়ন ও গোলকধাঁধার যুগ।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত গ্লোবালাইজেশনের একটা অদ্ভুত বাংলা করেছিলেন—দুনিয়াদারি, সলিমুল্লাহ খান এর বাংলা করেন বিদেশিকরণ, সাধারণ্যে তা পরিচিত গোলকায়ন নামে। এই দুনিয়াদারি বা বিদেশায়নের ঢেউ ও অনিবার্যতা আমাদের ভাষা ও দেশকে বিপুল ঝাঁকি দিয়েছে।

একদিকে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের, লেখক কবি বুদ্ধিজীবীদের দেশান্তর তাবৎ দুনিয়ার অপরাপর দেশের লেখক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে মিলবে, আবার কখনো হয়তো তা মিলবে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে তাড়া খেয়ে ভিনদেশে এসে নামলেন জোসেফ ব্রডস্কি, তেমনিই জীবন বাঁচাতে দেশান্তর হলেন দাউদ হায়দার, ইরাক থেকে পালিয়ে বাঁচেন দুনিয়া মিখাইল, একই রকম দেশ ছাড়তে বাধ্য হন আমাদের তসলিমা নাসরিন।

এমন এক পরিস্থিতির অধীনে আমরা হরহামেশা একটি শব্দ শুনতে পাই—ডায়াস্পোরা। একদম মৌলে এই কথাটির অর্থ একজায়গার বদলে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়া। কিন্তু শিল্পে, সাহিত্যে এর মাজেজা যতটা ভৌগোলিক, তার চেয়েও অধিক স্নায়ুবিক।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্যারিসে বসে 'কাঁদো নদী কাঁদো' লিখেছিলেন, কিন্তু ডায়াস্পোরা সাহিত্য বিশেষজ্ঞগণ বলছেন—'কাঁদো নদী কাঁদো' ডায়াস্পোরা উপন্যাস নয়, কিন্তু বিলেতে বসে লেখা কেতকী কুশারী ডাইসনের তিসিডোর ডায়াস্পোরা সাহিত্য। এই সিদ্ধান্তের পিছনে জন্মভূমি থেকে ভিন গোলার্ধে বসে লেখার ভৌগোলিক দূরত্ব বিবেচ্য নয়, বরং লেখা মূলত বহুজাতিক জীবন সংগ্রামের কোনো বীজানু ধারণ করে কি না সেটিই আসল বিবেচ্য।

গদ্যসাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক, শৈল্পিক দানাগুলো অনেকটাই কাহিনি বা প্রতিপাদ্যের পরতে পরতে বোধগম্য ও দৃশ্যমান থাকে, কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে সেই লক্ষণগুলো রহস্য আর দ্বৈততার আলোআঁধারিতে থাকে সেলাই করা, ফলে তা সুনির্দিষ্টভাবে উন্মোচন করা দুরূহ হয়ে ওঠে।

খাঁচার ভিতর বা বাহিরে, কাঁটাতারের উত্তরে বা তা ডিঙিয়ে দক্ষিণ দিকে হলেও বাবুইপাখিকে একই রকম ঝড়জলের মুখে দাঁড়িয়ে অনিন্দ্য সুন্দর একটি

বাসা নির্মাণ করতেই হয়। একজন কবি থাকুন তিনি নিউইয়র্ক, টরেন্টো, টোকিও, লসএঞ্জেলেস, ফিলাডেলফিয়া, কি ঢাকা, কলকাতা বা অজ পাড়াগাঁর হরিণবেড়ের বাঁকে—শিল্পের গরিমায় তাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে, ওখানে কোনো ছাড় নেই। তার জন্য কবিকে সম্পর্ক ও জ্ঞানসূত্রের নিগূঢ় থেকে তুলে আনতে হবে শিল্পের একফোঁটা মৌলিক মধু। সেই যাত্রাপথের আনন্দ ও বেদনার ধ্বনি হয়তো একেকজন কবির জন্য একেক রকম।

লিলিয়ান পিয়ার্স এমকিউআর ম্যাগাজিন থেকে ইরাকি আমেরিকান কবি দুনিয়া মিখাইলের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন।

লিলিয়ান পিয়ার্স দুনিয়া মিখাইলের লেখালেখি নিয়ে একটি প্রশ্ন করেন এভাবে—আপনি যখন লিখতে বসেন বা নিজের জীবনটাই লেখায় তুলে আনতে চান আপনার কমিউনিটি আপনার মধ্যে কীভাবে কাজ করে?

দুনিয়া মিখাইল : ডুব দিয়ে তিমি সমুদ্রের গভীর তলদেশে চলে যায়, কিন্তু আবার সহতিমিদের কাছে পানির ওপরে উঠে আসে, সবার সঙ্গে জোগাড়যন্ত্র করে ফের নিঝঝুম তলদেশে গেঁড়ে বসে। লেখকরাও ঠিক তাদেরই মতো, সবার সঙ্গে ওঠবস করে রসদ জুগিয়ে নিজের অন্তর্লোকে ডুব দেয়।

জোসেফ ব্রডস্কি ১৯৯১ সালে আমেরিকান পোয়েট্রি রিভিউ পত্রিকায় একখানি সাক্ষাৎকার দেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আমেরিকায় আসেন ১৯৭২ সালে, তার মানে ৯১ সালে তিনি ১৯ বছর ধরে আমেরিকায় ছিলেন। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন গ্রেস ক্যাভালিয়েরি।

গ্রেস ক্যাভালিয়েরি : আপনি কি এখন ইংরেজিতে কবিতা লেখেন?

জোসেফ ব্রডস্কির উত্তর : আমি কবিতা লিখি রাশান ভাষায়। প্রবন্ধ, বক্তৃতা, চিঠিপত্র, সংক্ষিপ্ত সার, সমালোচনা ইত্যাদি প্রাথমিকভাবে ইংরেজিতে লিখি।

এই উত্তর থেকে একটা জিনিস বোঝা যায়—প্রবন্ধ, নিবন্ধ, বয়ান, আলোচনা একটি ঢালাই করা ভাষায় অনায়াসে লেখা যায়, কিন্তু কবিতা এমন একটি আঁতুড়ঘরের প্রথম অসহায়তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে যা আদিম ও নগ্ন, যা একান্ত মৌলিক আর রক্তনুন মাখা।

উত্তীর্ণ কবিতায় থাকে এক নৈর্ব্যক্তিক নিবিড়তা। আবুল হাসানের কবিতা আবুল হাসান কবি আবুল হাসানের শারীরিক মানসিক রিপোর্ট কিংবা স্ন্যাপশট নয়—আবুল হাসানকেই আবুল হাসান দূর থেকে দেখে তার একটি নৈর্ব্যক্তিক ইমেজে আঁকেন।

নিচের দুটি গান পাশাপাশি রেখে একটি পাঠ করলে এমনই জীবনপাঠের একটি চিত্র পাওয়া যাবে। একটি গান রবীন্দ্রসংগীত, আরেকটি গান ভবা পাগলার।

রবীন্দ্রসংগীতটি মায়াবীভাবে পরিবেশন করেন সুবিনয় রায়; ভবা পাগলার গানটি নেচে-গেয়ে শোনান পার্বতী বাউল ও লক্ষ্মণ দাস বাউল।

কেন সারাদিন ধীরে ধীরে/বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে/চলে গেল বেলা, রেখে মিছে খেলা/ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে/অকূল ছানিয়ে যা পাও তা নিয়ে/হেঁসে কেঁদে চলো ঘরে ফিরে।—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জীবন নদীর কূলে কূলে/মন দোলে আর প্রাণ দোলে/আমি স্রোতের মাঝে হাবুডুবু খাই/মহাচিন্তার অকূলে/আমার মন দোলে আর প্রাণ দোলে। কেউ তো রবে না চিরদিন/আমরাও যাব সেই যাত্রাপথে/পথিক যত নবীন প্রবীণ/হাসি-কান্না খেলা সম উল্লাসে/ডুবে যাবে ওই অনন্ত জলে/আমার মন দোলে আর প্রাণ দোলে।—ভবা পাগলা।

রবীন্দ্রনাথ ও ভবা পাগলা তাঁদের গানে নিজেকেই দেখছেন নিজের থেকে নিজেকে আলাদা করে, দূরে দাঁড়িয়ে থেকে।

এ-কালের সব মানুষ, বিশেষ করে আধুনিক কবিরা যেন একসঙ্গে দুটি ভাগের জোড়া—বুঝি তারা একই সঙ্গে গিলগামেশ এবং এঙ্কিডো—সুশীল ও বন্যতার মিশেল; কিংবা গ্রিক পুরানের ক্যাস্টর এবং পোলাক্স—মরণশীল ক্যাস্টর মৃত্যুগ্রহণ করলে অমর পোলাক্স তার অমরতা দিয়ে ক্যাস্টরকে বাঁচিয়ে তোলে।

কবিতা তো মনের কৃষিকাজ। গৃহস্থালিতে কবি যদিও বা সবসময়ই কিছুটা পিছিয়ে থাকেন—কবি ছাড়া কে আর লোকসানে আনন্দ পাবেন! লোকসান ও ভাঙনের নকশাকার কবি—এর সাক্ষী শার্ল বোদলেয়ার, আমাদের জীবনানন্দ দাশও কম যান না বুঝি; উত্তর আমেরিকান কবিরাও লোকসানের হিস্যায় আনন্দ পিয়াতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন, কেননা তারাও জানেন—জীবন এমনই থিংকস ফল এপার্ট; কবিতার সিদ্ধি ক্ষরণে—মির্জা রাফি সাওদা থেকে মীর তকি মীরের কবিতায় পাঠক শ্রোতা অধিকতর মজে থাকেন—রাফি সাওদার কবিতার শেষে পাঠক শ্রোতা বলেন—বাহ; মীর তকি মীরের কবিতা শেষে তারা বলেন—আহ!

উত্তর আমেরিকার ৫৪ জন কবি তাঁদের পিছুটান ও মায়া, বিজ্ঞান আর মরমিয়ার কোমল কঠিন পয়ার, ছন্দ, ধানদূর্বা আর খুদকুঁড়ায় ফোঁড় তুলেছেন; কবিতাগুলো পুলসিরাতের সূক্ষ্মাতি সুতার ওপর দিয়ে হেঁটে যায়—কালের আয়ুধ ও পাঠকের বোধি তাদের নিয়তি নির্ধারণ করবে।

বাংলার কৃষিজীবিতা আর উত্তর আমেরিকার শিল্প বিস্তার—কথা ছিল এই দুইয়ের অমীমাংসাই উত্তর আমেরিকার বাংলা কবিতার প্রাণভোমরা হয়ে ওঠার—মুঠি মুঠি ফসলের চয়নে নৌকোটি অনেকাংশে ভরেছেও বটে, কিন্তু মন বলে, অপূর্ণতাই কবিতার প্রকৃত জ্যোতি।

ভোরের নরম মেধাবী আলো ফুটে উঠবার আগ পর্যন্ত বাতিকে নানা বিভায়, শত ঘাটতির মুখে জ্বলে থাকতে হয়, নিরাপোস নগ্ন রূপটি তবেই ঘন হয়ে বসে।

সূচিপত্র

অনিরুদ্ধ আলম
অরণ্য ১৫
মিছিলের মুখ ১৫
আল ইমরান সিদ্দিকী
চোখ ১৭
ঈশায়ী ২০১৬ ১৭
আলী সিদ্দিকী
গুদামজাত মুখ ১৮
অর্গানিক রোদবাগান ১৮
আহমদ সায়েম
সাহারা ও হিমালয় ২০
সুর ২০
আনিসুর রহমান অপু
লাবণ্যের সুরম্য প্রাসাদে ২১
আজ থেকে তোমার মা নেই আর ২১
ইকবাল হাসান
পাখি ও মানুষ ২৩
রাতের গল্প ২৩
ইসতিয়াক রুপু
যারা আসার তারাই আসেন ২৫
ছুটছে ২৫
এইচ বি রিতা
উপলব্ধি ২৬
ধুলোরা গল্প বলে ২৬
এবিএম সালেহ উদ্দীন
ফরিয়াদনামা ২৮
ছায়াসঙ্গী ২৮
ওমর শামস
উপমা পুরাণ ৩০
ম্যাকবেথ ৩১
কাওসারী মালেক রোজী
বৃষ্টির ঘনছাটে কাচের সময় ৩৩
হরিণ তোমার মতো ৩৩
কুলদা রায়
বনপর্ব ৩৪
ভাইগাছ বোনগাছ ৩৪
জীবন বিশ্বাস
পড়ন্ত বেলা ৩৬
কবিতার শরীর ৩৬
জুলি রহমান
বৃষ্টিফোঁটার গান ৩৮
মাকে মনে পড়ে ৩৯
তমিজ উদ্‌দীন লোদী
মানুষের মুখ ৪২
সন্ধ্যা ঠেলছি রাত্রি ঠেলছি ৪২
তানিম জাবের
শস্য মদ ঝলসানো তিতির ও নারী ৪৪
অসুখ ৪৪
তাপস গায়েন
পাতাল ট্রেন : টাইমস স্কয়ার ৪৬
নীৎশের ক্রন্দন : গোলাপসুন্দরী ৪৭
তুষার গায়েন
ক্যানিবাল কাল ৪৮
বারবারিকের যুদ্ধ দর্শন ৪৮

তুয়া নূর
কাচ ৫০
ফেলে এসেছি তোকে দীঘা ৫১
তুহিন দাস
গাছ ৫২
সমুদ্রে যাবার আগে সন্ধ্যাবেলায় ৫২
দর্পণ কবীর
কী আশ্চর্য সম্পর্ক ৫৪
ভুল ৫৪
দীপেন ভট্টাচার্য
দেয়াল ৫৬
হেমন্ত ৫৭
নাজনীন সীমন
দুঃখগুলো খুব আলাদা ৫৯
একটি হারানো সংবাদ ৬০
নাহার মনিকা
পাহাড়ে বিকেল ৬১
বাঁশপাতা ৬১
নূপুরকান্তি দাস
পাতা ৬৩
বৃষ্টি নামার আগে ৬৩
পূরবী বসু
রাই ৬৫
প্রহর গুনি ৬৬
ফারুক ফয়সাল
তবুও আবাসহীন, ঠিকানাবিহীন ৬৭
নীল বিষ ৬৭
ফারহানা ইলিয়াস তুলি
অভিবাসন ক্যাম্পের দিকে ৬৯
হেমন্ত কলোনির হলুদচিহ্ন ৬৯
ফেরদৌস নাহার
পাখিদের ধর্মগ্রন্থ ৭১
বেহুলাপাখি ৭১
বদরুজ্জামান আলমগীর
বাউবাব ৭৩
ফিলাডেলফিয়ার শিব ৭৪
বেনজির শিকদার
ন্যুজ নিবেদন ৭৬
বিমূঢ় ৭৭
ভায়লা সালিনা
এ বড় কষ্ট আমার ৭৯
পৌষে ঝুলে থাকা অভিমান ৭৯
মনিজা রহমান
অমূল্য স্মৃতি ৮০
চলে যাবার দিন ৮১
মাসুদ খান
নাম ৮৩
পারাপার ৮৩
মাসুম আহমদ
পৃথিবীর দীর্ঘতম পথ ৮৪
কমরেড, ভোর হয়ে যাচ্ছে ৮৪
মৌ মধুবন্তী
আমার চোখের জল ৮৫
ধ্বংস মন্থন ৮৫
রওনক আফরোজ
রেখে যাও কেন ৮৭
হৃদয় এখন ৮৭
রওশন হাসান
কবি, প্রণতি তোমায় ৮৮
সে কোন বিষাদ বহ্নিবেলা ৮৮
রাকীব হাসান
এই শূন্য ঘর আমি কবে চেয়েছি ৯০
দূরের বাড়ি আমার ৯১
রাজিয়া সুলতানা
আবার তোমার জন্য ৯২
আমাদের চৌকাঠে ৯২

রেজা শামীম
মধ্যরাতে মুখোমুখি ৯৩
অন্ধকারের হ্যাংওভার ৯৩
লালন নূর
শ্যাম পিরিতের টানা ৯৫
নিদ্রা ও নুনের মোকাম ৯৫
লায়লা ফারজানা
জলজ ৯৬
খয়েরি পাতার বন ৯৬
শামস আল মমীন
খুঁটি ৯৮
কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ৯৯
শাহীন ইবনে দিলওয়ার
কউ সুখী হতে জানে না ১০০
যখন শুশ্রূষা লাগে ১০০
শীলা মোস্তাফা
জেট ল্যাগ ১০২
পরশ্রীকাতর ঈশ্বর ১০৩
শৈবাল তালুকদার
অবেলা এবেলা ১০৫
স্তুতি ১০৫
সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল
আনন্দধারার পরের দৃশ্য ১০৭
দাগ ১০৭
সাগর সেন
স্বপ্নসম্ভবার গর্ভপাত ১০৮
মন্ত্রগুণে ১০৯
সুমন শামসুদ্দিন
বনমাতালের পথে ১১০
ভৌত বিক্রিয়া ১১০
সৈয়দ আহমদ জুয়েদ
চোখ ১১২
আঁচল পাতার দেশ ১১২
স্বপ্ন কুমার
পাতা সুন্দরী ১১৩
শনিবার ১১৫
হাবিব ফয়েজী
তোমার কাছে আমার ঋণ ১১৭
বিক্রয় নোটিশ ১১৮
হাসান রনি
লুণ্ঠনের বন্দর ১১৯
ফেরার মরশুম ১১৯

লেখক পরিচিতি পরিচিতি ১২১

অনিরুদ্ধ আলম

অরণ্য

একটি আংটির উছিলায় তোমার কলাবতী
আঙুলের অরণ্যে থেকে যেতে চাই চিরকাল।
ভাবনাটা হৃদয়ে অদৃশ্য রক্তপাত ঘটিয়ে, ক্ষরণে-ক্ষরণে
পাখিষ্ণু হয়ে ছটফট করে।
আমার মগজের চিলেকোঠায়
একটি সূক্ষ্ম ভালোলাগা একা-একা
হারমোনিয়ামের প্রোজ্জ্বল সুরে সারাবেলা খুব গাইল,
'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়! সে কি মোর অপরাধ?'

রোদ কি কখনো বৃষ্টির ঠিকাদার হতে পারে?
কিংবা বৃষ্টি রোদ্রের? আমিও তোমাকে ভালোবাসব
তোমার হৃদয়ঘটিত অনিচ্ছাকে পরোয়া না-করে।
টেরটি পর্যন্ত পাবে না।
মালি তো লাবণ্যের পরিচর্যা করবেই।
তা গোলাপের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না।
আরও প্রফুল্ল ফুল হয়ে ওঠো।
আমি নির্বাসনে থেকে যাব 'তুমি' নামক
অমন অরণ্যময় ডহর ভালোলাগাতে
হাজার বছর ধোরে তোমার অজান্তে অবিরল।
আমাকে খুঁজতে যেও না।
পাবে না খুঁজে কোথাও!

মিছিলের মুখ

গোধূলির শেষ সঙ্গতিজুড়ে ডুবে যায় মায়াপাখি
অকটোপাসের প্রকারে আঁধার জেঁকে বসে শালবন
আমার শোণিতে পুষ্পিত-হওয়া তৃষ্ণাকে বুঝে রাখি—
বিমুগ্ধ হব। সেই অজুহাতে থাকি খুব আনমন।

এ আমি এমন—শামুকের মতো জলে-আঁকা চৌকাঠে
বিনিদ্র জাগি! তথাগত হই কালপুরুষের মাঠে
এক-পয়সার রুপোলি প্রভা কি জোছনাতে বানভাসি?
কমনীয় কোনো দেবীর আঁখিতে ধ্রুবতারা ভালোবাসি
প্রশান্ত ক্ষণ গোলপাতা বুঝি? শুশ্রূষা, চেনো তাকে?
ব্যথার মিছিলে একটি বেদনা রমণীয় প্রীতি আঁকে!

লাল মোরগের ঝুঁটির আড়ালে দোলে দুরন্ত কাল
ঝিলিমিলি ওই মহাশূন্যের কেন্দ্রবিন্দু ফুঁড়ে
আসন্ন থাকে ঘাত-প্রতিঘাত। সময়ের গাঢ় পাল
সে তো বটপাতা। সাগরের বুকে জাল ফেলে কেউ দূরে!

আল ইমরান সিদ্দিকী

চোখ

মা আমার, এই দেশে একবার তুমি এসো
বাবাকে নিয়ে
অসংখ্য চেরির ফাঁক দিয়ে
একবার সূর্যোদয় দেখো;

দেখো :
কীভাবে দুপুরে একজন গর্ভবতী ডেফোডিলের সামনে শুয়ে হাসে।
কীভাবে ঝুলন্ত পাখির বাসায় এক কাঠবিড়ালি নিশ্চুপ বসে থাকে।
কীভাবে বালক শিলমাছ একা একা বালির ওপরে থাকে শুয়ে।

তোমাদের কোনোদিন দেখা হলো না সমুদ্র ও পর্ব্বতমালা!

তোমাদের কথা মনে হলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে
বোলো না আমিই তোমাদের চোখ বিশাল দুনিয়া জুড়ে।

ঈশায়ী ২০১৬

দিনমান অন্ধকার, দিনমান হাওয়ার শাসানি—
ক্যাথরিনের চাকা যেন সারাটা আকাশ—খালি ঘোরে,
বিদ্যুৎ চাবুক হয়ে আকাশে আকাশে আছড়ে পড়ে।
দিনমান হাহাকার, দিনমান ছায়ার গোঙানি।
ঝড়-ঝাপটা দিনরাত, গুমোট গুমোট ভাব ফাঁকে—
চলে যাচ্ছে দিনগুলো, চলমান নীতির প্রভাবে
বিশাল ঝাঁকুনি লাগে দেখো গড় আয়ুর হিসাবে;
লাশের ওপরে বসে মৃত্যু ভাবে 'মৃত্যু' বলে কাকে!

জগতে এমন কালে জেগে ওঠে নীরব চিৎকার
নিয়ত দুকানে বিষ বাণের মতোই এসে পড়ে।
হাত-পা সে কিছু নয়, গড়া হলো মগজ-পাহাড়
পাহাড় পর্বত হবে, অস্ত্রের জোগান শুধু বাড়ে।
চাতালে টায়ার-সুইং একা দোলে প্রবল বাতাসে।

আলী সিদ্দিকী

গুদামজাত মুখ

শরীর জুড়ে অষ্টপ্রহর তুমিময় উল্লাস
খুঁটে খাচ্ছে আয়ুর খুদ
চৌচির বুকে থেমে আছে আকাশ ফাটা
চিৎকার
তোমার ঠোঁটে মহাকালের জমাট পাথর।

ফুস করে জলে নেমে আসা সূর্যে জ্বলে
পাস্তুরিত মনের আগল
অর্গানিক শোকে তুমি আছ জাগরুক
পুরো এক জীবন
শব্দাচারি মন খোঁজে শুধু মুক্ত পালক।

এখানে অনায়াসে ঘনিয়ে আসে পঙ্কিল
সময় বেয়ে অবসাদ
বিপন্ন বিহ্বল বিষাদের হুল পরখ করে
হৃদয়ের অবশিষ্ট তাগদ
যেখানে শুধুই গুদামজাত তোমার মুখ।

আমি একটি একটি অক্ষর দিয়ে আঁকি
নিরাবয়ব ছবির ছায়া
সে তুমি হবে—হবে অষ্টপ্রহর হৃদয়োল্লাস
ছায়ানিবিড় চৈতন্য সখা
কায়াহীন তোমার শূন্যতায় নিথর যাপন।

অর্গানিক রোদবাগান

ভালো করে রোদ চুষে নাও, সূর্যমুখী
শেকড়ে জমেছে তমসা
শস্যগোলায় ট্রয়ের ঘোড়া ভর্তি ইঁদুর

সম্ভ্রমহানি হয়ে গেছে তোমার মাটির
ঘুমিয়ে গেছে দুর্বিনীত দোহা
সূর্যের আগুনে হবে নতুন হাতিয়ার।

হাওয়া দাপায় বেদম বড্ড আসুরিক
উড়ে যায় অঙ্গনের মেহেদিকুসুম
ছলেবলে বসন্ত লুটে নেয় তস্কর ত্রাস
কোথাও কোথাও বন্য হয়ে যায় প্রহর
হামাগুড়ি দিয়ে লুকোয় কুটিল
তোমার স্বনির্বাসনের পতাকা উত্তোলন।

নাও চুষে সূর্যের যত প্রাণরস, সূর্যমুখী
অর্গানিক হোক হননশিল্প
বিভ্রমের দিগন্তে এঁকে দাও প্রজ্জ্বলন শিখা
রকমারি মুখোশের পুতুলনাচ হোক ভণ্ডুল
হাইব্রিড স্পন্দন যাক চুপসে
অর্গানিক চুম্বনে পুষ্পিত হোক রোদবাগান।

আহমদ সায়েম

সাহারা ও হিমালয়

অন্তঃআগুন দিয়ে তোমার তোমাকে
পোড়াতে চেয়েছি বহুবার, যখন তোমার রক্তে
প্রচণ্ড তুষার; ফিরতে হয়েছে তাই
ব্যর্থ হয়েই, বারংবার
অথচ এখন
প্রেম পিপাসায় তৃষিত সাহারা
আর আমি? বরফে বরফে ঢাকা
শ্বেত ঠাণ্ডা হিমালয়...

সুর

যা হবার তা-ই যদি হয় কেন তবে—আক্ষেপের সুরগুলো
উঠে-বেড়ায় দেয়ালে দেয়ালে...
প্রজাপতিদের ভাষা না শিখার অপরাধে, কত কত দিন
যাচ্ছে—ভোরের মিষ্টি আলো
ছুঁতে পারছি না
না শিখার অপরাধে ভুল করে ভেবে যাই
মেঘলা দিন

আবার যদি প্রজাপতি আঁকি, অন্য কোনো
দৃষ্টি হবে কি গল্পের পরে...
সব এলোমেলো মনে হয় ভাষা না শিখার
অপরাধে; অচেনা পথেই খুঁজতে হবে সকল সুর

আর কোনো ঠিকানা হবে না, সবার আয়ু এঁকে দেয়া
হবে কয়েকটি দৃশ্যের পরে...